বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন
নির্বাচন কমিশন সচিবালয়
জনসংযোগ শাখা
আগারগাঁও, ঢাকা

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

ঢাকা, সোমবার, ১০ জুলাই

গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০২৩ এর স্পষ্টীকরণ

গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর সংশোধনী বিল সংসদ কর্তৃক পাশ হয়ে মহামান্য রাষ্ট্রপতির সম্মতিক্রমে আইন আকারে গেজেট হয়েছে। কিন্তু ইতোমধ্যে আইনটির সংশোধনী বিষয়ে গণমাধ্যমে বিভিন্ন মন্তব্য প্রকাশিত হয়েছে।

কতিপয় মন্তব্য নিম্নরুপ:-

(১) কমিশন, বুঝে বা না বুঝে, নিজেই নিজের পায়ে কুড়াল মেরেছে;
(২) ক্ষমতা কমানোর প্রস্তাব গেছে ইসি থেকেই;
(৩) ৯১ অনুচ্ছেদের (এ) দফায় সংশোধন করা হয়েছে বলা হচ্ছে।
(৪) কমিশন গেজেট প্রকাশের পর নির্বাচন বাতিলের ক্ষমতা চেয়েছিল।
(৫) সরকার নির্বাচনকে নিজের নিয়ন্ত্রণে নেয়ার জন্য আরপিও সংশোধন করেছে।

ব্যাখ্যা/স্পষ্টীকরণ

উদ্ধৃত মন্তব্যগুলো সঠিক ও বস্তুনিষ্ঠ হয়নি বলে কমিশন মনে করে। মন্তব্যগুলোর বিষয়ে ব্যাখ্যা প্রদান ও স্পষ্টীকরণ প্রয়োজন। তা না হলে গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর সংশোধনী বিষয়ে জনমনে বিভ্রান্তি বিরাজ করতে পারে। নিম্নরুপ স্পষ্টীকরণ/ব্যাখ্যা দেয়া হলো।

ভোট চলাকালীন যে ব্যাপক ক্ষমতা ৯১ অনুচ্ছেদের (এ) দফায় কমিশনের ছিল তা পূর্ববৎ রয়েছে। রিটার্নিং কর্মকর্তা কর্তৃক ফল ঘোষিত হওয়ার পর, গেজেট করা ব্যতীত, কমিশনের কোনো ক্ষমতা ছিল না। ফলাফল গেজেট হওয়ার পর কেবল হাইকোর্ট বিভাগে কোনো প্রার্থী ফলাফল চ্যালেঞ্জ করতে পারতেন এবং এখনো পারেন।

অনুচ্ছেদ ৯১ এর উপ-দফা (এ) এর পর নতুন উপ-দফা (এএ) সংযুক্ত হওয়ার কারণে কমিশন, আবশ্যক মনে করলে, এখন ফলাফল গেজেটে প্রকাশ করা স্থগিত রাখতে পারবে। যা আগে পারত না। তদন্ত করতে পারবে। যা আগে পারত না। তদন্তের ফলাফলের উপর ভিত্তি করে সংগত মনে করলে যেসকল কেন্দ্রে পোলিং বাধাগ্রস্ত হয়েছে সেসকল কেন্দ্রের ফলাফল বাতিল করতে পারবে। যা আগে পারত না। পুরো আসন নয়। আবার ১০০ কেন্দ্রের মধ্যে ৯৯ কেন্দ্র বাতিল করা হল। বাকি এক কেন্দ্রের ফলাফল দিয়ে কমিশন কাউকে নির্বাচিত ঘোষণা করতে পারবে না। সে ক্ষেত্রে পুরো আসনের ফলাফল বাতিল হয়ে যাবে। অবশ্যই এই সংশোধনী দ্বারা কমিশনের ক্ষমতা বেড়েছে। বিদ্যমান ৯১ অনুচ্ছেদের (এ) দফায় কোনো পরিবর্তনের

প্রস্তাব ছিল না। কোনো পরিবর্তন করা হয়নি। ফলে কমিশনের ক্ষমতা কমেছে বা খর্ব হয়েছে মর্মে বিভিন্নজনের মন্তব্য সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ও বিভ্রান্তিকর।

অনুচ্ছেদ ৯১ এর (এ) দফায় 'Election' শব্দটিকে 'Polling' শব্দ দ্বারা প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। এখানে Correction করা হয়েছে। Amendment নয়। Correction এবং Amendment এর মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। 'Polling' সার্বিক Election প্রক্রিয়ার একটি পর্যায়। এটিকে ক্ষেত্রভেদে সমার্থক ভাবা যেতে পারে আবার বিভাজিত করেও ভাবা যেতে পারে। এই পরিবর্তন দিয়ে কমিশনের ক্ষমতার কোনো রকম হেরফের হওয়ার সুযোগ নেই। এটিকেও অনেকে ভুলভাবে ব্যাখ্যা করছেন। এতে করে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হচ্ছে বা বিভ্রান্তি সৃষ্টির অপচেষ্টা করা হচ্ছে।

গণমাধ্যমে প্রদত্ত ব্যাখ্যাগুলো সত্য, সঠিক ও বস্তুনিষ্ঠ না হলে জনমনে অনাকাঙ্খিত বিভ্রান্তির সৃষ্টি হবে। মনে হয়েছে আইনটি সঠিকভাবে মিলিয়ে না পড়েই প্রকারান্তরে নির্বাচন কমিশনকে হেয় করছেন, অথবা ইচ্ছাকৃতভাবেই অসত্য মন্তব্য করে নির্বাচন কমিশনকে বিতর্কিত ও হেয় করার চেষ্টা করছেন। সংশোধনীর মাধ্যমে নতুন ২৫ অনুচ্ছেদ প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। এর দ্বারা প্রিজাইডিং অফিসারের ক্ষমতা ও দায়িত্ব অনেক বৃদ্ধি করা হয়েছে।

নতুন ৮৪ক অনুচ্ছেদ সংযোজনের মাধ্যমে মিডিয়া কর্মী ও পর্যবেক্ষককে আঘাত করা বা তাঁদের সঙ্গীয় যন্ত্রপাতির ক্ষতিসাধন করাকে অপরাধ গণ্য করে দন্ডারোপের নতুন বিধান করা হয়েছে। ভোটারকে ভোটকেন্দ্রে যেতে বাধাপ্রদান, প্রার্থীকে মনোনয়ন পত্র জমাপ্রদানে বাধা প্রদান, প্রার্থীকে মনোনয়ন পত্র প্রত্যাহারে বাধ্য করা ইত্যাদি আগে অপরাধ ছিল না। সেগুলোকে অপরাধের আওতায় নতুন করে আনা হয়েছে। অনুচ্ছেদ ৯১ই (২)-এ নতুন শর্ত সংযোজন করে বিধান করা হয়েছে যে, কোনো প্রার্থীর প্রার্থিতা আচরণবিধি লঙ্ঘনের কারণে বাতিল করা হলে তিনি সেই নির্বাচনে আর প্রার্থী হতে পারবেন না।

সরকার আইনটি করেনি। কমিশনের প্রস্তাবে সরকার এবং সংসদ আইনটি করেছে। কাজেই নির্বাচনকে নিজের নিয়ন্ত্রণে নেয়ার জন্য সরকার আরপিও সংশোধন করেছে এমন মন্তব্য ভ্রান্ত। নির্বাচন কমিশন গেজেট প্রকাশের পর নির্বাচন বাতিলের ক্ষমতা চেয়ে সংশোধনী প্রস্তাব করেছিল এমন মন্তব্য ভ্রান্ত। নির্বাচন কমিশন ফলাফল ঘোষিত হওয়ার পর গেজেট প্রকাশের পূর্বে নির্বাচন বাতিলের ক্ষমতা চেয়ে সংশোধনী প্রস্তাব করেছিল। এই প্রস্তাব পরিমার্জিত আকারে সরকার ও সংসদ কর্তৃক গৃহীত হয়েছে। নির্বাচন কমিশন থেকেই ক্ষমতা কমানোর প্রস্তাব পাঠনো হয়েছে এমন মন্তব্য ভিত্তিহীন। কমিশন বুঝে বা না বুঝে নিজেই নিজের পায়ে কুড়াল মেরেছে এমন মন্তব্য ভ্রান্ত ও দায়িত্বহীন। এটি একান্তভাবে প্রত্যাশিত যে সংশ্লিষ্ট সকলে বিভ্রান্তিকর মন্তব্য করা থেকে বিরত থেকে কমিশন বা এর অধীন কোনো আইনের গঠনমূলক সমলোচনা করে নির্বাচন কমিশনকে সহায়তা করবেন।

তাছাড়া আরপিও বিষয়ে প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী হাবিবুল আউয়াল সাংবাদিকদের সামনে এর বিস্তারিত তুলে ধরেছেন। আশা করি এ বিষয়ে আর কোন বিভ্রান্তি থাকবে না।

২০/০৭/১৫

মো: শরিফুল আলম
পরিচালক (জনসংযোগ)
নির্বাচন কমিশন সচিবালয়।
০২-৫৫০০৭৫২০